গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-৩ অধিশাখা
www.ssd.gov.bd

স্মারক নং- ৫৮.০০.০০০০.০১৪.০৬.০০২.২০১৮- ১৫৩

তারিখ : ২৯ বৈশাখ ১৪২৬ / ১২ মে ২০১৯

বিষয় : বিভাগীয় কমিশনার সমন্বয়সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ।

উপর্যুক্ত বিষয়ে জানানো যাচ্ছে যে, ২৮.০৪.২০১৯ তারিখে সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে বিভাগীয় কমিশনার সমন্বয়সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার কার্যবিবরণী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্ত : সভার কার্যবিবরণী

(মুহাম্মদ আবদুল হাই মিলটন)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন #:+৮৮০ ৪৭১২৪৩৫৯
ই-মেইল : admin3@ssd.gov.bd

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

সুরক্ষা সেবা বিভাগঃ

১। অতিরিক্ত সচিব .....(সকল), সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।
২। যুগ্মসচিব, কারা, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৩। সচিবের একান্ত সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৪। প্রোগ্রামার, আইসিটি সেল, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা, (ওয়েবসাইটে প্রকাশ করার অনুরোধসহ)।

বিভাগীয় কমিশনার

১। বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা।
২। বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম।
৩। বিভাগীয় কমিশনার, রাজশাহী।
৪। বিভাগীয় কমিশনার, খুলনা।
৫। বিভাগীয় কমিশনার, বরিশাল।
৬। বিভাগীয় কমিশনার, সিলেট।
৭। বিভাগীয় কমিশনার, রংপুর।
৮। বিভাগীয় কমিশনার, ময়মনসিংহ।

অধিদপ্তরসমূহঃ

১। মহাপরিচালক, বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর, ঢাকা।
২। মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, ঢাকা।
৩। মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, ঢাকা।
৪। কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর, ঢাকা।

১৮৮

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
প্রশাসন-৩ অধিশাখা
www.ssd.gov.bd

বিভাগীয় কমিশনার সমন্বয়সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি : জনাব মোঃ শহিদুজ্জামান
সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ

তারিখ : ২৮ এপ্রিল ২০১৯
সময় : বেলা ১২.০০ ঘটিকা
স্থান : স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ

উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকা পরিশিষ্ট 'ক' তে উপস্থাপন করা হলো।

সভাপতি সভার শুরুতে সকলকে শুভেচ্ছা ও স্বাগত জানিয়ে সূচনা বক্তব্য প্রদান করেন। সভাপতি বলেন, মাঠ পর্যায়ে সরকারের সকল কর্মসূচি ও উন্নয়ন কর্মকান্ড তদারকি ও সমন্বয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছেন বিভাগীয় কমিশনারবৃন্দ।তিনি বিভাগীয় কমিশনারগণের সার্বিক সহযোগিতায় সুরক্ষা সেবা বিভাগের অধীন অধিদপ্তরসমূহের মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম আরও গতিশীল হবে মর্মে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। তিনি সুরক্ষা সেবা বিভাগকে একটি গতিশীল ও কার্যকর সেবামুখী বিভাগ হিসাবে প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে স্ব স্ব অবস্থানে থেকে আন্তরিকভাবে কাজ করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহবান জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন।

অতঃপর আলোচ্যসূচি অনুযায়ী বিষয়সমূহের উপর দপ্তর প্রধান এবং বিভাগীয় কমিশনারগণ বক্তব্য উপস্থাপন করেন। বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নরূপ সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

২। সভার কার্যবিবরণী :

বিগত ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ এ অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণীতে কোন প্রকার সংশোধন না থাকায় তা গৃহীত হয়।

৩। দপ্তর/সংস্থাওয়ারি আলোচনা :

সভাপতির নির্দেশক্রমে দপ্তর/সংস্থাওয়ারি আলোচনার জন্য ড. তরুণ কান্তি শিকদার অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ) কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ সভায় উপস্থাপন করা হয়।

ক. মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর :

ক্র.	বিষয় ও আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
ক.	মাদকের বিরুদ্ধে গণসচেতনতা জোরদারকরণ	• সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ অনুযায়ী মাদকের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি ও চলমান অভিযান অব্যাহত রাখতে হবে; • মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক মার্চ ২০১৯ এ ৪৫৩টি মাদকবিরোধী সভা/সেমিনার/ওয়ার্কসপ, ৪৪৮টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে মাদকবিরোধী বক্তব্য প্রদান এবং ৬৯টি স্থানে ফিলার প্রদর্শন করা হয়েছে। মাদকের কুফল সম্পর্কে গণসচেতনতামূলক কার্যক্রম বৃদ্ধি করতে প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় প্রচারণামূলক কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে; • মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক মার্চ, ২০১৯ এ ৭০ হাজার ৮৭৫টি লিফলেট, স্টিকার ও পোস্টার বিতরণ করা হয়েছে। ময়মনসিংহ বিভাগের বিভিন্ন জায়গায় মার্চ, ২০১৯ এ ১৮টি এল ই ডি বিলবোর্ড স্থাপন করা হয়েছে। মাদকবিরোধী বিলবোর্ড, সাইনবোর্ড, পোস্টার,	মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/ বিভাগীয় কমিশনার(সকল)

		ফেস্টুন ও লিফলেট ইত্যাদির মাধ্যমে প্রচারণামূলক কার্যক্রম বৃদ্ধি করতে হবে; • মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক মার্চ, ২০১৯ এ ৪৫৩টি মাদকবিরোধী সভা/সেমিনার/ওয়ার্কসপ, ৪৪৮টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে মাদকবিরোধী বক্তব্য প্রদান এবং ৬৯টি স্থানে ফিলার প্রদর্শন করা হয়েছে। ০৩.০৩.১৯ তারিখে খুলনা বিভাগের নড়াইল স্টেডিয়ামে, ০৪.০৩.১৯ তারিখে খানজাহান আলী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মহাবিদ্যালয়ে এবং ১১.০৩.১৯ তারিখে সাতক্ষীরা জেলার তালা উপজেলায় স্কুল কলেজের ছাত্র-ছাত্রীসহ সকল শ্রেণি-পেশার মানুষকে সম্পৃক্ত করে মাদকবিরোধী সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সকল বিভাগে সভা-সমাবেশ, সেমিনার ইত্যাদি কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। • মার্চ, ২০১৯ পর্যন্ত ৩০ হাজার ৩৪৭টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাদকবিরোধী কমিটি গঠিত হয়েছে। সকল বিভাগের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গঠিত মাদকবিরোধী কমিটিগুলোর কার্যক্রম সক্রিয় করতে হবে; • ফেব্রুয়ারি ও মার্চ, ২০১৯ এ মোবাইল কোর্ট এর মাধ্যমে ২৪০৯টি অভিযান, ১২৯৯টি মামলা, ১৩০৪ জন আসামিকে গ্রেফতার করে বিভিন্ন মেয়াদে সাঁজা প্রদান করেন । এছাড়া দেশের ফেব্রুয়ারি ও মার্চ, ২০১৯ এ ৩২টি সীমান্তবর্তী জেলায় ৬৩৯২টি অভিযান, ১৬৫৭টি মামলা দায়ের করে ১৭৭২ জন আসামিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। চলমান মাদকবিরোধী অভিযান অব্যাহত রাখতে হবে; • ঢাকা বিভাগে মাননীয় মন্ত্রীর উপস্থিতিতে মাদকবিরোধী সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। অন্যান্য বিভাগগুলোতে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনারকে অবহিত রেখে মাননীয় মন্ত্রীর উপস্থিতিতে অপরাপর বিভাগে অনুরুপ সভা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা।	
খ.	সীমান্তে মাদক পাচার রোধ করা;	• মার্চ, ২০১৯ এ মোবাইল কোর্ট এর আওতায় ১,৩২৫টি অভিযান পরিচালনা করে ৬৯৯টি মামলা দায়ের করে ৭০১ জনকে আসামী করা হয়েছে। সীমান্তবর্তী জেলাগুলোতে মাদকের বিরুদ্ধে চলমান টাসফোর্স অভিযান পরিচালন অব্যাহত রাখা।	বিভাগীয় কমিশনার(সকল)
গ.	মাদকমুক্ত উপজেলা ঘোষণা	• পাইলট প্রকল্প হিসেবে খুলনা বিভাগের মাগুরা জেলার ৪টি উপজেলা, নড়াইল জেলার ৩টি উপজেলা, ঢাকা বিভাগের ঢাকা জেলার নবাবগঞ্জ উপজেলা, চট্রগ্রাম বিভাগের নোয়াখালী জেলার কবিরহাট উপজেলা, রাজশাহী বিভাগের পাবনা জেলার আটঘরিয়া উপজেলা, বরিশাল বিভাগের ঝালকাঠি সদর উপজেলা, রংপুর বিভাগের ঠাকুরগাঁও জেলার ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলা, সিলেট বিভাগের মৌলভীবাজার জেলার জুড়ি উপজেলা, এবং ময়মনসিংহ বিভাগের শেরপুর জেলার নকলা উপজেলাকে মাদকমুক্ত ঘোষণা করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এসব উপজেলায় এ্যাকশন প্লান অনুযায়ী মাদকমুক্ত করার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা।	মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/বিভাগীয় কমিশনার(সকল)/ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অনুবিভাগ প্রধান

ঘ.	মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮-এর প্রচার, মোবাইল কোর্ট এবং টাস্কফোর্স অভিযান পরিচালনা	• ১২-১৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ পর্যন্ত সময়ে ১৪৬৭টি মাদকবিরোধী বিশেষ অভিযান পরিচালনাপূর্বক ৪২৯ জন মাদক কারবারীর বিরুদ্ধে ৪১৬টি মামলা এবং ১৫-২১ মার্চ, ২০১৯ পর্যন্ত সময়ে ১২৩০টি মাদকবিরোধী বিশেষ অভিযান পরিচালনাপূর্বক ৩৩৪ জন মাদক কারবারীর বিরুদ্ধে ৩১৭টি মামলা দায়ের করা হয়েছে। এছাড়া চট্টগ্রাম বিভাগের সকল জেলায় মার্চ, ২০১৯ এ ১৬৫টি অভিযান পরিচালনা করে ৪৯৩টি মামলা দায়ের করে ৪ লক্ষ ৫৫ হাজার ৫৫০ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে। সকল বিভাগে অনুরূপ কার্যক্রম অব্যাহত রাখা; • মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮ অনুযায়ী মোবাইল কোর্ট এবং টাস্কফোর্স অভিযান পরিচালনার সংখ্যা বৃদ্ধি এবং অভিযান অব্যাহত রাখা।	মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অনুবিভাগ প্রধান
ঙ.	মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র	• যে সকল জেলায় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র নেই এমন ২৪টি জেলা; ঢাকা বিভাগে-৩টি (গোপালগঞ্জ, শরিয়তপুর, মুন্সীগঞ্জ), চট্টগ্রাম বিভাগে-৫টি (রাঙ্গামাটি, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি, লক্ষীপুর ও চাঁদপুর), সিলেট বিভাগে-১টি, (সুনামগঞ্জ), খুলনা বিভাগে-৫টি, (বাগেরহাট, মাগুরা, ঝিনাইদহ, নড়াইল ও মেহেরপুর), বরিশাল বিভাগে-৫টি, (ঝালকাঠি, পিরোজপুর, পটুয়াখালী, বরগুনা ও ভোলা), রংপুর বিভাগে-৫টি, (কুড়িগ্রাম, নীলফামারী, গাইবান্ধা, ঠাকুরগাঁও ও পঞ্চগড়) সে সকল জেলায় স্থানীয়ভাবে নিরাময় কেন্দ্র চালুর বিষয়ে দৃশ্যমান উদ্যোগ গ্রহণ করা; • স্থানীয় ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে বেসরকারি পর্যায়ে বিবেচ্য মাসে ৪টি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র নির্মাণ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে, আরো বেশি সংখ্যায় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র স্থাপনে উৎসাহ প্রদান অব্যাহত রাখা। • লাইসেন্স প্রাপ্ত মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রসমূহ পরিদর্শন করা এবং স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার জন্য জেলা পর্যায়ে সিভিল সার্জন ও উপজেলা পর্যায়ে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কর্মকর্তার সাথে সমন্বয়সাধন করে নিয়মিত নিরাময় কেন্দ্রসমূহ পরিদর্শন অব্যাহত রাখা; • মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র পরিদর্শনের জন্য একটি পরিদর্শন ছক প্রস্তুত করা এবং এ গুলোর গুণগত মান উন্নয়নে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা;	মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/ বিভাগীয় কমিশনার(সকল)

খ.ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর :

নং	বিষয় ও আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
ক.	গণসচেতনতা জোরদারকরণ;	• এলাকাভিত্তিক স্কুল-কলেজে অগ্নি ও দুর্ঘটনা প্রতিরোধে সচেতনতামূলক ক্যাম্পেইন অব্যাহত রাখা; • জেলা/উপজেলা পর্যায়ের বড় বড় স্কুল-কলেজে নিয়মিত মহড়া অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে অগ্নিনিরোধ সংক্রান্ত সচেতনতা বৃদ্ধি অব্যাহত রাখা; • প্রশিক্ষণের মাধ্যমে স্থানীয় ক্যাপাসিটি ও ভলান্টিয়ারের সংখ্যা বৃদ্ধিসহ তাদের তালিকা ওয়েবসাইটে প্রকাশ করে নিয়মিত আপডেট রাখা।	মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/ বিভাগীয় কমিশনার(সকল)/অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান, সুরক্ষা সেবা বিভাগ
খ.	দেশের সকল স্তরে অগ্নিনির্বাপণ, জরুরি উদ্ধার, জরুরি বহির্গমন ও প্রাথমিক চিকিৎসা বিষয়ক প্রশিক্ষণ/ফায়ার ড্রিল এর আয়োজন।	• দেশে বহুতল ভবন নির্মাণের ক্ষেত্রে 'Bangladesh National Building Code'-এর যথাযথ অনুসরণ এবং উহার প্রয়োগ নিশ্চিত করিবার আবশ্যকতা রহিয়াছে। দেশে জলাশয়, পুকুর, প্রভৃতি ভরাট করিয়া অপরিকল্পিতভাবে ভবন নির্মাণের প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। ভবন নির্মাণের ক্ষেত্রে প্রায়শই বাংলাদেশের ভূপ্রকৃতি বিবেচনা করিয়া নকশা প্রণয়ন করা হয় না। ভবনে অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণের বিষয়ে	মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/বিভাগীয় কমিশনার(সকল)/অগ্নি অনুবিভাগ

		বাধ্যবাধকতা থাকিলেও ইহার কার্যকারিতা নিয়মিতভাবে পরীক্ষা ও পরিবীক্ষণ করা হয় না। ইহা ছাড়া এই বিষয়ে প্রশিক্ষিত ব্যাক্তির সংখ্যাও অপ্রতুল। অগ্নিদুর্ঘটনা প্রতিরোধে জনসচেতনতা বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করাও আবশ্যক। এই লক্ষ্যে দেশের সকল স্তরে অগ্নিনির্বাপণ, জরুরি উদ্ধার, জরুরি বহিগর্মন ও প্রাথমিক চিকিৎসা বিষয়ক প্রশিক্ষণ/ফায়ার ড্রিল এর আয়োজন করা।	
	বহুতল ভবনের অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা	• ভবনের নকশা অনুমোদনকালে প্রদত্ত শর্তাবলি যথাযথভাবে অনুসরণ করিয়া ভবন নির্মিত হইতেছে কিনা তাহা পরিবীক্ষণের ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক। ভবন নির্মিত হইবার পর ভবনটির নিরাপত্তা ব্যবস্থা যথাযথ কিনা এবং ভবনটি যথাযথ আইন/বিধি অনুসারে নির্মিত হইয়াছে কিনা তাহা নিশ্চিত হইয়া বসবাসযোগ্যতার সনদ বা (Occupancy Certificate) প্রদানের পরই ইউটিলিটি সংযোগ প্রদানের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। প্রতিটি ভবনে বিশেষ করিয়া বহুতল ভবনের অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা যথাযথ মানসম্পন্ন কিনা তাহা পরীক্ষা করিয়া প্রতিবৎসর অগ্নিনিরাপত্তা সনদ প্রদানের ব্যবস্থা করা যায় কিনা তাহাও পরীক্ষা করিয়া দেখা যাইতে পারে।	
	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স এর সক্ষমতা আরও বৃদ্ধি করণ	• অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থাপনায় আরও আধুনিক ও যুগোপযোগী প্রযুক্তি (বহুতল ভবনের উপযোগী উচ্চতাবিশিষ্ট মই জাম্বু কুশন ইত্যাদি) ব্যবহারের লক্ষ্যে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স এর সক্ষমতা আরও বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।	
গ.	অনাপত্তি সনদ গ্রহণ;	• পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন এলাকায় বহুতল ভবন নির্মাণের ক্ষেত্রে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর থেকে অনাপত্তি সনদ গ্রহণের বিষয়টিকে গুরুত্ব প্রদান করে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ অব্যাহত রাখা।	মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/ বিভাগীয় কমিশনার(সকল)/অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান
ঘ.	জমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত মামলা;	• ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের জমি অধিগ্রহণের সাথে সম্পৃক্ত বিভিন্ন আদালতে বিচারাধীন এল এ মামলাসমূহ যথা: ঢাকা জেলার নবাবগঞ্জ (মহামান্য হাইকোর্টে রিট পিটিশন নং-৭৩২৭/৭৩২৮/১০), শেরপুর জেলার নকলা (জেলা জজকোর্ট, শেরপুর মামলা নং-১৪/২০০৬), চট্টগ্রাম জেলার পতেঙ্গা (মহামান্য হাইকোর্টে রিট পিটিশন নং-১১৮৪৪/২০১৩), কুমিল্লা জেলার দেবিদ্বার (মহামান্য হাইকোর্টে রিট পিটিশন থাকায় বিকল্প জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়াধীন), কুমিল্লা জেলার লাঙ্গালকোট (রিট পিটিশন নং-৩৯৯৫/২০১৩), খুলনা জেলার পাইকগাছা (মহামান্য হাইকোর্টে রিট পিটিশন নং-৭০৫৮/২০১৩, সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর (জেলা জজকোর্ট, সাতক্ষীরা, মামলা নং-৬২/২০১৫), সুনামগঞ্জ জেলার তাহিরপুর (মহামান্য হাইকোর্টে রিট পিটিশন থাকায় বিকল্প জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়াধীন), দ্রুত নিষ্পত্তি/বিকল্প জমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম অগ্রাধিকারভিত্তিতে সম্পন্ন করা;	মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/বিভাগীয় কমিশনার/অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান
ঙ.	ফায়ার সার্ভিস স্টেশন স্থাপনের জন্য জমি অধিগ্রহণ;	• ফায়ার সার্ভিস স্টেশন স্থাপনের নিমিত্ত যথোপযুক্ত স্থান নির্বাচনে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা অব্যাহত রাখা; • ফায়ার সার্ভিস স্টেশন স্থাপনের লক্ষ্যে ঢাকা বিভাগের-১. নারায়ণগঞ্জ জেলায় ৪টি-সিদ্ধিরগঞ্জ, রূপগঞ্জ, পাগলা স্থলকাম নদী ও কাঁচপুর, ২. চট্টগ্রাম বিভাগের চট্টগ্রাম জেলায় ২টি-ভাটিয়ারী ও হালিশহর ৩. রাঙ্গামাটি জেলায় ১টি- বাঘাইছড়ি ৪. নোয়াখালী জেলায় ১টি-সেনবাগ ৫. কুমিল্লা জেলায় ২টি-দেবিদ্বার ও ব্রাহ্মণপাড়া ৬. রাজশাহী বিভাগের	মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/বিভাগীয় কমিশনার/অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান

		সিরাজগঞ্জ জেলায় ১টি-চৌহালী, ৭. খুলনা বিভাগের খুলনা জেলায় ২টি-তেরখাদা ও কয়রা সাতক্ষীরা জেলায় ১টি-শ্যামনগর ৮.বরিশাল বিভাগের বরিশাল জেলায় ১টি-আগৈলঝাড়া ৯. পটুয়াখালী জেলায় ১টি-দুমকি ১০.সিলেট বিভাগের সিলেট জেলায় ১টি-গোয়াইনঘাট ১১. হবিগঞ্জ জেলায় ১টি-আজমেরীগঞ্জ স্থল কাম নদী ও ১২. সুনামগঞ্জ জেলায় ১টি-তাহিরপুর-এর ভূমি অধিগ্রহণের কার্যক্রমকে অগ্রাধিকারভিত্তিতে বিবেচনায় নেয়ার জন্য বিভাগীয় কমিশনারগণ কর্তৃক জেলা প্রশাসকগণকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা।	
চ.	স্যাটেলাইট ফায়ার স্টেশন স্থাপন;	• ময়মনসিংহ বিভাগে স্যাটেলাইট ফায়ার স্টেশন নির্মাণের জন্য চারটি জেলায় বিভিন্ন স্থান নির্বাচন করা হয়েছে; ১.স্টেশন রোড, ময়মনসিংহ ২. চড়পাড়া, ময়মনসিংহ ৩. আঠারবাড়ী, ঈশ্বরগঞ্জ ৪. কালিবাড়ি, মুক্তাগাছা ৫. পারলা বাসস্টেন্ড, নেত্রকোণা ৬. শ্যামগঞ্জ বাজার নেত্রকোণা ৭. মিলন বাজার, মদন ৮. আদর্শ নগর (চেচড়াখালী), মোহনগঞ্জ ৯. বাইপাস মোড়, জামালপুর ১০. দিকপাইক সদর, জামালপুর ১১. ঝগড়ারচর বাজার, শেরপুর। একইভাবে সকল বিভাগে অনুরূপ কার্যক্রম গ্রহণ করা;	মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/ বিভাগীয় কমিশনার(সকল)/অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান

গ কারা অধিদপ্তর :

ক্র.	বিষয় ও আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
ক.	কারাগার পরিদর্শন	• জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক কারাগার পরিদর্শন কার্যক্রম অব্যাহত রাখা	কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/ বিভাগীয় কমিশনার(সকল)
খ.	কারাবন্দিদের হাসপাতালে অবস্থান	• দেশের বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তিকৃত কারাবন্দিদের পাক্ষিক প্রতিবেদন কারাগার পরিদর্শনকালে যাচাইকরণের সুবিধার্থে প্রতি মাসে কারা অনুবিভাগ কর্তৃক সকল বিভাগীয় কমিশনারকে গোপনীয়ভাবে সরবরাহের ব্যবস্থা অব্যাহত রাখা; • সিভিল সার্জনকে সংগে নিয়ে কারাগার সারপ্রাইজ ভিজিট করা; পরিদর্শনের সময় সিভিল সার্জন এর সহায়তায় দৈবচয়ন পদ্ধতিতে কারাভ্যন্তরে এবং কারাগারের বাইরের হাসপাতালে ভর্তিকৃত কারাবন্দিদের শারিরীক অবস্থার খোঁজ-খবর নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার যৌক্তিকতা যাচাই করা।	কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/ সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনার/কারা অনুবিভাগ প্রধান
গ.	কারাভ্যন্তরে রিকভারি এডিক্ট প্রশিক্ষণের আয়োজন করা	• স্থানীয় ব্যবস্থাপনায় এ পর্যন্ত ৫৮টি কারাগারে মাদকাসক্তি নিরাময় ইউনিট চালু করা হয়েছে। অবশিষ্ট ১০টি কারাগারে মাদকাসক্তি নিরাময় ইউনিট চালু করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। মাদকাসক্ত বন্দিদের মাঝে মাদকের চাহিদা হ্রাসকল্পে/নিরাময়ের নিমিত্ত কারাভ্যন্তরে রিকভারি এডিক্ট প্রশিক্ষণের আয়োজন অব্যাহত রাখা;	কারা মহাপরিদর্শক/কারা অনুবিভাগ প্রধান
ঘ.	কারাগারে ডাবল ফেইস লাইন সংযোগ স্থাপন;	• ২০টি কারাগারে ডাবল ফেইস বিদ্যুৎ লাইন সংযোগ প্রদান করা হয়েছে। অবশিষ্ট কারাগারসমূহে ডাবল ফেইস লাইন সংযোগ দেয়ার প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা।	কারা মহাপরিদর্শক/কারা অনুবিভাগ প্রধান
ঙ.	রাজশাহী কারাগারের পুরাতন ভবন সংস্কারপূর্বক ব্যবহার;	• রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগারের সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণের জন্য গৃহীত প্রকল্পের ডিপিপি দ্রুত চূড়ান্ত করা;	কারা মহাপরিদর্শক/কারা অনুবিভাগ প্রধান
চ.	কারাগারের খাদ্যের মান তদারকিকরণ;	• বন্দিদের খাবারের মান যথাযথ আছে কি'না তা নিয়মিত তদারকি করার জন্য বিভাগীয় কমিশনার কর্তৃক জেলা ম্যাজিস্ট্রেটগণকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা।	কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/ বিভাগীয় কমিশনার(সকল)

ছ.	কারাগারের নামে অধিগ্রহণকৃত জমির রেকর্ড সংশোধন;	• ৪টি (মাদারীপুর, মৌলভীবাজার, চাঁদপুর ও রাজশাহী) কারাগারের জমির রেকর্ড সংশোধনের বিষয়ে দেওয়ানি মামলা দায়ের সম্পন্ন হয়েছে। শরীয়তপুর জেলা কারাগারের জমির রেকর্ড সংশোধনের গেজেট জারির অপেক্ষায় রয়েছে। ইতোমধ্যে সুনামগঞ্জ, গাজীপুর, মেহেরপুর ও নড়াইল কারাগারের জমি কারাগারের নামে রেকর্ডভুক্ত হয়েছে। শরীয়তপুর ও চাঁদপুর জেলা কারাগারের জমির বিষয়ে মামলা দায়ের সম্পন্ন হয়েছে। কারা অধিদপ্তরের অধিগ্রহণকৃত নিম্নবর্ণিত কারাগারসমূহে জমির রেকর্ড কারা অধিদপ্তরের নামে সংশোধনের লক্ষ্যে দেওয়ানি মামলা দায়ের কার্যক্রম অব্যাহত রাখা : কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগার, কুষ্টিয়া জেলা কারাগার, কুড়িগ্রাম জেলা কারাগার, ঠাকুরগাঁও জেলা কারাগার, টাঙ্গাইল জেলা কারাগার, কিশোরগঞ্জ জেলা কারাগার, নোয়াখালী জেলা কারাগার, মাগুরা জেলা কারাগার, ঝিনাইদহ জেলা কারাগার, চুয়াডাঙ্গা জেলা কারাগার, বরিশাল কেন্দ্রীয় কারাগার, বরগুনা জেলা কারাগার, ঝালকাঠি জেলা কারাগার, লালমনিরহাট জেলা কারাগার, নাটোর জেলা কারাগার, জয়পুরহাট জেলা কারাগার ও ফরিদপুর জেলা কারাগার।	কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম/কারা অনুবিভাগ প্রধান
জ.	অবৈধভাবে দখলকৃত কারাগারের জমি উদ্ধার;	• কারাগারের জমির অবৈধ দখলদারদের উচ্ছেদের জন্য প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ অব্যাহত রাখা; • রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগারের জমি অপদখলকারীদের নিকট হতে উদ্ধারের জন্য দ্রুত উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে; • কারাগারের জমি দখলমুক্ত করার লক্ষ্যে সীমানা নির্ধারণপূর্বক সীমানা প্রাচীর নির্মাণ করা। • বগুড়া কারাগারের জমি দখলদার উচ্ছেদ করার জন্য স্থানীয় প্রশাসনের সাথে আলাপ করে সমাধান করার জন্য ২৮.১১. ১৭ তারিখ সুরক্ষা সেবা বিভাগ হতে সিদ্ধান্ত প্রদান করা হয়েছে। জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় স্থানীয় গণ্যমান্য ও রাজনৈতিক ব্যাক্তিবর্গসহ জেল সুপার এর সাথে শালিস মিমাংসা হয়। মন্দিরের ১৫ শতাংশ জমি ব্যতিরেকে অবশিষ্ট জমি কারা কর্তৃপক্ষর দখলে আছে ও থাকবে। মন্দিরটি বগুড়া জেলা প্রশাসন কর্তৃক পরিচালিত হবে। মন্দির হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকেরা পূজা করতে পারবে। তারা আর কোন জমি দখল করবে না বলে অঙ্গীকার করেছে। পদাধিকার বলে জেল সুপার মন্দির পরিচালনা কমিটির সভাপতি থাকবেন। বর্তমানে ৫০ শতাংশ জমির মধ্যে ৩৫ শতাংশ জমিতে কারা কর্মচারীদের বাসা নির্মাণ করে কর্মচারীরা বসবাস করছে। বিষয়টি নিস্পত্তির জন্য বিভাগীয় কমিশনার, রাজশাহীকে ধন্যবাদ প্রদান করা হয়।	কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/ সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনার/কারা অনুবিভাগ প্রধান
ঝ.	এল এ সংক্রান্ত মামলা দ্রুত নিস্পত্তিকরণ;	• বিজ্ঞ আদালতে বিচারাধীন এল এ সংক্রান্ত মামলাসমূহ দ্রুত নিস্পত্তির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা। এ বিষয়ে জেলা প্রশাসক কর্তৃক প্রয়োজনীয় সহযোগিতার জন্য বিভাগীয় কমিশনার কর্তৃক নির্দেশনা প্রদান করা। • মাদারীপুর কারাগারের ৬ একর জমি অধিগ্রহণের জন্য ৪২ কোটি ৫২ লক্ষ ৪৬ হাজার ৬২৬ টাকার এল এ প্রাক্কলন করা হয়েছে। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে ৪২ কোটি ৫২ লক্ষ ৪৬ হাজার ৬২৬ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। এতদ্বিষয়ে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা।	কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/ সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনার/কারা অনুবিভাগ প্রধান
ঞ.	কারাবন্দিদের শ্রেণিবিন্যাসকরণ;	• কাস্টুডি ওয়ারেন্টে Risk Level উল্লেখপূর্বক কোর্ট ইন্সপেক্টরগণের সহযোগিতায় কারাবন্দিদের শ্রেণিবিন্যাস করা; • যে সকল জঙ্গি চাঞ্চল্যকর মামলায় কারাগারে বন্দি আছে তাদেরকে বিভিন্ন সেলে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রাখার ব্যবস্থাসহ নিয়মিত নজরদারি অব্যাহত রাখা।	কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/ সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনার/কারা অনুবিভাগ প্রধান

ঘ. ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর :

নং	বিষয় ও আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
ক.	দালাল কর্তৃক পাসপোর্ট প্রত্যাশীদের হয়রানি বন্ধকরণ;	• পাসপোর্ট অফিসের আশেপাশে অবাঞ্ছিত ব্যক্তি ও দালাল দ্বারা সেবা গ্রহীতার হয়রানি বন্ধ করার নিমিত্ত নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত রাখা।	মহাপরিচালক, ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর/ বিভাগীয় কমিশনার(সকল)
খ.	পাসপোর্ট প্রাপ্তির আবেদন;	• পাসপোর্ট প্রত্যাশীদের পুলিশ প্রতিবেদন অনলাইনে প্রাপ্তির বিষয়টি জেলা আইন-শৃংখলা কমিটির সভায় এজেন্ডভুক্ত করে আলোচনা করার কার্যক্রম অব্যাহত রাখা; • Special Branch কর্তৃক সম্পাদিত পাসপোর্ট প্রত্যাশীদের প্রতিবেদন দ্রুত পাওয়ার লক্ষ্যে জেলা প্রশাসক/বিভাগীয় কমিশনার কর্তৃক প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদান করা; • মিয়ানমার থেকে আগত আশ্রয়প্রার্থী রোহিঙ্গা নাগরিকগণ যেন বাংলাদেশী পাসপোর্ট না পায় সে জন্য সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করা।	মহাপরিচালক, ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর/ বিভাগীয় কমিশনার(সকল
গ.	পাসপোর্ট অফিস ভবন নির্মাণ;	• ১৬টি জেলায় পাসপোর্ট অফিসের নিজস্ব ভবন নির্মাণের লক্ষ্যে চলমান কার্যক্রমে বিভাগীয় কমিশনার/জেলা প্রশাসকগণ কর্তৃক প্রয়োজনীয় সহায়তা করা; • "১৭ আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস নির্মাণ প্রকল্প"-এর আওতায় ৭টি ভবন নির্মাণের কাজ চলমান আছে, গুণগত মান নিশ্চিত করার স্বার্থে বিভাগীয় কমিশনার/জেলা প্রশাসকগণ কর্তৃক তাঁদের দৈনন্দিন সফরসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করে নিয়মিত পরিদর্শন/তদারকি অব্যাহত রাখা।	মহাপরিচালক, ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর/ বিভাগীয় কমিশনার(সকল)/নিরাপত্তা ও ইমিগ্রেশন অনুবিভাগ প্রধান
ঘ.	মিয়ানমার থেকে আগত আশ্রয়প্রার্থী রোহিঙ্গা নাগরিকদের নিবন্ধন;	• মিয়ানমার থেকে আগত আশ্রয়প্রার্থী রোহিঙ্গা নাগরিকদের নিবন্ধন করার জন্য ৯৬টি ওয়ার্ক স্টেশন স্থাপন করা হলেও বর্তমানে ২টি সাব-স্টেশন চালু রয়েছে। এখানে মূলত রোহিঙ্গা ক্যাম্পে জন্মগ্রহণকারী শিশুদের রেজিস্ট্রেশন করা হয়। কোন রোহিঙ্গা নাগরিক যাতে ক্যাম্প এলাকা ত্যাগ করতে না পারে সে বিষয়ে সজাগ দৃষ্টি রাখা; • মিয়ানমার হতে আগত রোহিঙ্গা আশ্রয়প্রার্থীগণের ক্যাম্পে মাদকবিরোধী কার্যক্রম প্রতিহত করার নিমিত্ত নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত রাখা।	মহাপরিচালক, ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর/ বিভাগীয় কমিশনার(সকল) /নিরাপত্তা ও ইমিগ্রেশন অনুবিভাগ প্রধান

০৪। সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি কর্তৃক সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

(মো: শহিদুজ্জামান)
সচিব
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।